Journal of One Initiative Research and Development
An international multidisciplinary journal
Vol.: 05 Issue: 01 January-June 2026
ISSN: **2958-2776**

মুসলিম নবজাগরণে আল্লামা ইকবালের দর্শন ও কাব্যের ভূমিকা: প্রেক্ষাপট ও প্রভাব

The Role of Allama Iqbal's Philosophy and Poetry in the Muslim Renaissance: Context and Impact

Mohammad Ekramol Islam[1] & Mohammad Jashim Uddin[2]

[1]**Mohammad Ekramol Islam**, PhD, Professor, Department of Basic Science, Sonargaon University, Email: meislam2008@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6524-6069

[2]**Mohammad Jashim Uddin**, Associate Professor, English Language & Literature, Northern University Bangladesh, Email: jashimuddinnu@gmail.com, ORCID ID:

Abstract

Allama Muhammad Iqbal (1877–1938) was an epoch-making poet and philosopher of British-ruled, colonized India. Following the Sepoy Mutiny of 1857, the extreme hardships and deplorable condition of Muslims under British rule deeply aggrieved Iqbal's heart. Against this backdrop, he dedicated himself to politics with the aim of fostering the socio-economic development of the Muslims of his homeland, and through his poetry, ignited the flames of national awakening across the community. This research article analyzes the evolution of Iqbal's philosophical doctrines and the far-reaching impact of his poetry on the Muslim Renaissance. Prior to pursuing higher education in Europe, Iqbal initially supported undivided Indian nationalism, a sentiment reflected in his poem "Saare Jahan Se Accha Hindustan Hamara". However, upon returning from abroad, he began promoting a nationalism rooted in religious faith, namely Tawhid (the oneness of God), concluding that nationalism based on territory, race, or lineage is detrimental to universal human unity. In this new philosophy, all Muslim nations became his homeland, and all Muslims worldwide became his compatriots. In his poetic philosophy, Iqbal championed the development of personality and self-actualization (Khudi). Through poems such as "Shikwa," "Jawab-e-Shikwa," "Tulu-e-Islam," "Tarana-e-Milli," and "Al-Arzu Lillah," he awakened a slumbering nation. Sensing a lack of the former robust strength of faith and valor among Muslims, he exhorted them to cast off weakness, fear, and self-deception. The primary objective of this article is to review the contribution of Iqbal's philosophy of Khudi and his poetry in laying the foundation of Muslim nationalism, and to evaluate how it subsequently inspired the development of an independent national identity.

Keywords: *Allama Iqbal, Muslim Renaissance, Philosophy of Khudi (Selfhood/Self-determinism), Tawhid-based Nationalism, Shikwa and Jawab-e-Shikwa.*

JEL Classification: Z12, Z13, B31

সারসংক্ষেপ

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) ছিলেন ব্রিটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতের এক যুগ-প্রবর্তক কবি ও দার্শনিক। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের দ্বারা মুসলিমদের চরম দুর্দিন ও শোচনীয় অবস্থা ইকবালের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল। এই পটভূমিতেই তিনি স্বদেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর কাব্যের মাধ্যমে জাতির মধ্যে জাতীয় জাগরণের

আগুন ছড়িয়ে দেন। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে ইকবালের দার্শনিক মতবাদের বিবর্তন এবং মুসলিম নবজাগরণে তাঁর কবিতার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইউরোপে উচ্চশিক্ষা লাভের পূর্বে ইকবাল একসময় অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করতেন, যার প্রতিফলন 'সারা জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থা হামারা' কবিতায় দেখা যায়। তবে, প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থাৎ তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার শুরু করেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে দেশ, বর্ণ বা বংশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিশ্ব মানব ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর । তাঁর এই নতুন দর্শনে সমস্ত মুসলিম দেশ তাঁর স্বদেশ এবং বিশ্বের সকল মুসলমান তাঁর স্বজাতিতে পরিণত হয়। ইকবাল তাঁর কাব্যদর্শনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার (খুদী) জয়গান করেছেন। তিনি 'শিকওয়া,' 'জওয়াব-ই-শিকওয়া,' 'তুলু-এ-ইসলাম,' 'তারানা-এ-মিল্লী,' ও 'আল-আরজ লিল্লাহ'-এর মতো কবিতার মাধ্যমে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি মুসলমানদের মনে পূর্বের বলিষ্ঠ ঈমানী শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের অভাব অনুভব করে দুর্বলতা, ভয় ও আত্মপ্রবঞ্চনা ঝেড়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইকবালের 'খুদী' দর্শন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপনে তাঁর কাব্যের অবদান পর্যালোচনা করা এবং পরবর্তীকালে তা কীভাবে স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তার মূল্যায়ন করা।

Article Info:
Received: 25 January 2026
Accepted: 19 May 2026
Research Area: Islamic Philosophy and Nationalism
Author's Country: Bangladesh
DOI: https://doi.org/10.65626/joird.v5i1a9

১.০ ভূমিকা ও গবেষণার পটভূমি

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতের একজন যুগ-প্রবর্তক কবি, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর আবির্ভাব এমন এক সন্ধিক্ষণে হয়েছিল, যখন ভারতীয় মুসলমানরা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের চরম পরিণতি হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতি, আর্থ-সামাজিক পতন এবং গভীর আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল (অ্যানেমারি শিমেল:: ১৯৬৩)।মুসলিমদের এই শোচনীয় অবস্থা ইকবালের হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করে তোলে এবং তিনি জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর দর্শন ও কাব্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন (মুহাম্মদ ইকবাল:১৯৫৮)। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করতে ইকবালের দার্শনিক মতবাদের বিবর্তন, বিশেষত তাঁর 'খুদী' দর্শন ও 'তাওহিদ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ'-এর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা।

১.১. গবেষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সংকট

উনিশ শতকের শেষার্ধ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চরম দুর্দিনের সময়। ব্রিটিশদের হাতে ক্ষমতা হারানোর পর তারা কেবল রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন হয়নি, বরং অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছিল। এই পশ্চাদপদতা থেকে জন্ম নেয় এক ধরনের মানসিক দাসত্ব, দুর্বলতা, ভয় এবং ভাগ্যের উপর অন্ধ নির্ভরতা, যা মুসলিম সমাজকে স্থবির করে দেয়। ইকবাল অনুভব করেন যে, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে একটি জাতিসত্তার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানীয় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এই পটভূমিতেই তিনি স্বদেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর কাব্যের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের আগুন ছড়িয়ে দেন। ইকবালের দর্শন, তাই, কেবল কবিত্ব নয়, বরং তা ছিল উপনিবেশিকতার ফলস্বরূপ উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে একটি সুচিন্তিত বৌদ্ধিক ও আত্মিক প্রতিরোধ।

১.২. ইকবালের দার্শনিক মতবাদের বিবর্তন

ইকবালের দার্শনিক যাত্রা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সমর্থনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যার প্রতিফলন তাঁর জনপ্রিয় কবিতা "সারা জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা"-তে দেখা যায় (মুহাম্মদ ইকবাল:১৯৯০)। তবে ইউরোপে উচ্চশিক্ষা লাভের পূর্বে তিনি এই ধারণাকে সমর্থন করলেও, প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন আসে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেশ, বর্ণ বা বংশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিশ্ব মানব ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি মুসলিম উম্মাহর সংহতির পরিপন্থী (অ্যানেমারি শিমেল:: ১৯৬৩)।

এই পরিবর্তনটি ছিল ইকবালের রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্বের একটি গভীর প্রকাশ। তাঁর মতে, ভৌগোলিক সীমার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ মূলত বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ইসলামের মূলনীতি তাওহিদ-এর সাথে সাংঘর্ষিক (মুহাম্মদ ইকবাল:১৯৫৮)। তাই তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থাৎ তাওহিদ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার শুরু করেন। তাঁর এই নতুন দর্শন অনুযায়ী (মুস্তানসির মীর:২০০৬) , বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ তাঁর স্বদেশ এবং বিশ্বের সকল মুসলমান তাঁর স্বজাতিতে পরিণত হয়। ইকবালের এই দার্শনিক শিফট কোনো আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত ছিল না; বরং তা ছিল ১৮৫৭-পরবর্তী মুসলিমদের সামাজিক-রাজনৈতিক স্থবিরতা এবং ঔপনিবেশিক শক্তির কৌশলগত বিভাজন নীতি মোকাবিলার একটি সুচিন্তিত তাওহিদ-ভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ট ।(সাইয়্যিদাইন: ১৯৭৭)। এটি প্রমাণ করে যে ইকবালের দর্শন একটি প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং গঠনমূলক রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্বের দিকে চালিত হয়েছে।

১.৩. গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

আল্লামা ইকবালের 'খুদী' দর্শন এবং তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণা মুসলিম নবজাগরণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণা প্রবন্ধটি উপনিবেশিক মানসিক দাসত্ব ও জ্ঞানীয় আলস্যে নিমজ্জিত একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কীভাবে আত্মমর্যাদা ও গতিশীলতার জন্ম হয়েছিল, তার একটি গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করবে (গনজালেজ :২০২৩)। ইকবালের কাজ কেন কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য পুনর্জাগরণের দর্শন হিসেবে কাজ করে , তা বিচার করা এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১.৪. জ্ঞানের জগতে নতুন সংযোজন

বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে, ইকবালের দর্শন ও কাব্যের উপর প্রচুর কাজ হয়েছে, তবে নিষ্ক্রিয় রহস্যবাদ (Mystical Quietism) ও জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে একটি সুসংগঠিত আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা হিসেবে বিশ্লেষণের গভীরতা সীমিত। এই প্রবন্ধ ইকবালের দর্শনকে ইবন আরাবি-র fanā' (নিষ্ক্রিয় বিলুপ্তি) এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদিতার সমালোচনার ভিত্তিতে খুদী-র গতিশীল ধারণার রাজনৈতিক উপযোগিতা নিরূপণ করে জ্ঞানের জগতে নতুন সংযোজন করবে । বিশেষত, কাব্যিক কৌশল (শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর দ্বৈততা) কীভাবে একটি জাতির মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটিয়ে রাজনৈতিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করেছিল, তার সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারিতা নির্ণয় করাই হবে এই গবেষণার মূল মৌলিক সংযোজন।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা প্রবন্ধটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে:

ক. আল্লামা ইকবালের দার্শনিক মতবাদের বিবর্তন (অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ থেকে তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদে) বিশ্লেষণ করা এবং মুসলিম নবজাগরণে তাঁর কাব্যের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব মূল্যায়ন করা।

খ. ইকবালের 'খুদী' দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি পর্যালোচনা করা এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভাগ্যবাদ (Fatalism) ও নিষ্ক্রিয় রহস্যবাদের (যেমন মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি-র fanā') বিরুদ্ধে তার সমালোচনামূলক অবস্থান নিরূপণ করা।

গ. আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিশ্ব মুসলিম ঐক্য রক্ষায় তার রাজনৈতিক তাৎপর্য পরীক্ষা করা, যা স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

ঘ. ইকবালের কাব্যিক উপস্থাপনা (বিশেষত শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া) কীভাবে আত্ম-প্রতিফলন ও গতিশীলতা পুনরুদ্ধারের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে, তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা এবং এর মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারিতা নির্ণয় করা।

৩. গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নাবলী

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের জন্য নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ করা হবে:

ক. উপনিবেশিক মানসিক দাসত্ব ও জ্ঞানীয় আলস্যে নিমজ্জিত মুসলিমদের মধ্যে ইকবালের 'খুদী' দর্শন কীভাবে আত্মমর্যাদা ও কর্মের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং একটি সক্রিয় রাজনৈতিক সত্তার ভিত্তি স্থাপন করেছিল?

খ. ইকবাল কীভাবে তাঁর দর্শন ও কাব্যের মাধ্যমে বস্তুবাদী আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে তাওহিদ ভিত্তিক জাতিসত্তার ধারণায় উত্তরণ ঘটিয়েছেন, এবং এর ফলস্বরূপ মুসলিম রাজনৈতিক সত্তার বিকাশে কী ভূমিকা রেখেছেন?

গ. ইকবালের দার্শনিক বিতর্ক (যেমন ইবন আরাবি-র fanā' এর সাথে) এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদিতার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ মুসলিম নবজাগরণ প্রকল্পের জন্য কেন অপরিহার্য ছিল এবং কীভাবে তা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতাকে উৎসাহিত করেছিল?

ঘ. শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া-র মতো কবিতাগুলি কীভাবে একটি সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির বিপরীতে পুনর্গঠন ও গতিশীলতা পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়ে উম্মাহর মনস্তাত্ত্বিক পুনর্জাগরণে সহায়তা করেছিল?

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা

আল্লামা ইকবালের দর্শন ও কাব্যের উপর ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, যা তাঁর চিন্তাধারার বহুমুখী দিকগুলোকে আলোকিত করে। এই পর্যালোচনায় মুসলিম নবজাগরণে তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং প্রধান দার্শনিক মতবাদগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.১. ইকবালের জীবন ও দার্শনিক উন্মোচন

আল্লামা ইকবাল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-কবি হিসেবে পরিচিত। তাঁর চিন্তাভাবনা গঠনে ইউরোপে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯০৫ সালের পর তিনি মূলত দর্শন নিয়ে পড়াশোনার জন্য ইউরোপে যান, যেখানে তিনি কেম্ব্রিজ থেকে ডিগ্রি এবং মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। ইউরোপীয় দর্শনের সংস্পর্শ, বিশেষত নিটশে, বার্গসন এবং গোয়েথে-র মতো চিন্তাবিদদের কাজ তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে (মুহাম্মদ ইকবাল: ১৯৫৮)। হাসান(২০০১) এর মতে, তিনি আধুনিক দার্শনিক ধারণা–যার মধ্যে অস্তিত্ববাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অন্তর্ভুক্ত–এসবের সঙ্গে সমালোচনামূলকভাবে যুক্ত হন। তবে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানকে গ্রহণ করলেও এর বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন (মুস্তানসির মীর:২০০৬)। এই সময়ে রচিত তাঁর কবিতাগুলোতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

৪.২. 'খুদী' দর্শন: ভিত্তি ও মহাজাগতিক নীতি

ইকবালের দার্শনিক মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো 'খুদী' বা আত্মসত্তা দর্শন। তিনি ১৯১৫ সালে তাঁর ফার্সি কাব্যসংকলন আসরার-ই-খুদী বা 'আত্মর গোপন রহস্য' প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি তাঁর 'আত্ম' দর্শন ব্যাখ্যা করেন (মুহাম্মদ ইকবাল:১৯২০)। ইকবালের কাছে জীবনের লক্ষ্য হলো আত্ম-উপলব্ধি এবং আত্ম-জ্ঞান অর্জন। তিনি 'খুদী'-কে একটি বিশ্বজনীন মহাজাগতিক নীতি হিসেবে দেখেন, যা সৃষ্টির প্রতিটি একককে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান বা অনন্যতা প্রদান কর ে (অ্যানেমারি শিমেল:১৯৬৩)।

'খুদী' বিকাশ এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সফল হলে একজন মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে পারে। এই দর্শন মুসলমানদের দুর্বলতা, ভয় ও আত্মপ্রবঞ্চনা ঝেড়ে ফেলে পূর্বের ঈমানী শক্তি ও শৌর্য-বীর্য পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানায়। ইকবালের এই দর্শন আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত(দার:১৯৬৮)।

৪.৩. খুদী বনাম রহস্যবাদী নিষ্ক্রিয়তা

ইকবালের খুদী দর্শন কেবল আত্ম-বিকাশের দর্শন ছিল না, বরং এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান এমন কিছু রহস্যবাদী ঐতিহ্যের প্রতি একটি সরাসরি সমালোচনা, যা তিনি নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টিতে সহায়ক বলে মনে করতেন। বিশেষত, ইবন আরাবির অধিবিদ্যক নৃবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর সমালোচনা ছিল সুস্পষ্ট।

ইকবাল সুফিবাদকে–যা তিনি কখনও কখনও সর্বেশ্বরবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেন–নিষ্ক্রিয়তার কারণ হিসেবে সমালোচনা করেন। ইবন আরাবির চিন্তাধারায় ফানা' (ব্যক্তির বিলুপ্তি) এবং সত্তার একত্বের উপর জোর দেওয়া হয়, যা ইকবাল মনে করতেন মানুষকে জাগতিক দায়িত্ব ও রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান থেকে দূরে সরিয়ে দেয় (উইলিয়াম চিটিক:২০০৫)।

ইকবাল জোর দিয়ে বলেন যে, মানুষের কর্তব্য আল্লাহর খলিফা হিসাবে পার্থিব জগতে দায়িত্ব গ্রহণ করা, যার মধ্যে রাজনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত।

এই তুলনামূলক দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে ইকবালের দর্শন স্থিতিশীল আধ্যাত্মিকতা বা নিষ্ক্রিয় সুফিবাদ থেকে সরে এসে একটি ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল ও বাস্তববাদী সত্তা হিসেবে খুদী-কে প্রতিষ্ঠা করেছে (মুস্তানসির মীর:২০০৬)।

৪.৪. তাওহিদ ও জাতীয়তাবাদের ধারণাগত দ্বন্দ্ব

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাওহিদ (ঈশ্বরের একত্ব) নীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিই তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদের মূলে থাকা আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে পরিচালিত করে।

ইকবাল যুক্তি দেন যে, ভৌগোলিক, বর্ণ বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিশ্ব মানব ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি ঔপনিবেশিক শক্তির একটি হাতিয়ার যা মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করে (অ্যানেমারি শিমেল:১৯৬৩)। তাঁর মতে, ইসলামে তাওহিদ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মৌলিক নীতি সরবরাহ করে এবং মুসলমানদের জাতি-রাষ্ট্রের সীমানার ঊর্ধ্বে উম্মাহ-র একতার দিকে মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করে। ইকবাল স্পষ্ট করে বলেন যে, দেশের প্রতি ভালোবাসা বিশ্বাসের অংশ হলেও, যখন জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে ইসলামের ভূমিকাকে কেবল ব্যক্তিগত মতামতের স্তরে নামিয়ে আনার দাবি করে, তখন তা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। তাঁর এই তাওহিদ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের আত্ম-নির্ধারণ এবং পাকিস্তান ধারণার তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেছিল (আজিজ আহমদ:১৯৬৪)।

৪.৫. কাব্যিক মাধ্যম হিসেবে শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া

আল্লামা ইকবালের কাব্যিক উপস্থাপনা মুসলিম সমাজে মনস্তাত্ত্বিক জাগরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল। তাঁর বিখ্যাত কবিতা শিকওয়া (অভিযোগ) এবং জওয়াব-ই-শিকওয়া (জবাব) এই প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিকওয়া কবিতায়, কবি মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য নালিশ করেন, নিজেদের গৌরবময় অতীতের বিপরীতে বর্তমান দুর্দশার জন্য ঐশ্বরিক অবহেলাকে দায়ী করেন (মুহাম্মদ ইকবাল:১৯১১)। এটি প্রকাশিত হলে ধর্মীয় পণ্ডিত এবং গোঁড়া মহল থেকে ব্যাপক সমালোচনা ও ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ ওঠে ডিলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ: ১৯৮২)। এর জবাবে রচিত জওয়াব-ই-শিকওয়া কবিতায় ইকবাল আল্লাহর দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দেন, যেখানে তিনি স্পষ্ট করেন যে মুসলিমদের পতন ঈশ্বরের অবহেলার কারণে নয়, বরং তাদের নিজেদেরই ইসলামি মূল্যবোধ, ঐক্য এবং ন্যায়নিষ্ঠা পরিত্যাগের ফল (মুহাম্মদ ইকবাল: ১৯১৩)। এই কাব্যিক দ্বৈততা বিতর্ক প্রশমিত করে এবং জাতিকে আত্ম-প্রতিফলন ও সংস্কারের পথে মনোনিবেশ করতে অনুপ্রাণিত করে।

৪.৬. পুনর্গঠনবাদী চিন্তা ও জ্ঞানীয় বিপ্লব

ইকবাল কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বেও পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতা গ্রিক দর্শনের তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে, যা পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি ইজতিহাদ (স্বাধীন যুক্তি)-এর ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ইকবাল জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতার তীব্র সমালোচনা করেন, কারণ এটি উম্মাহর বৌদ্ধিক আলস্য এবং অউৎপাদনশীলতার জন্ম দিয়েছে। তাঁর মতে, মুসলমানদের উচিত পবিত্র কুরআনকে কেবল ধারণার বই হিসেবে না দেখে কর্মের বই হিসেবে দেখা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা, যা আধুনিক জ্ঞানের সাথে তাদের যুক্ত করবে। তাঁর এই পুনর্গঠনবাদী চিন্তাধারা ইসলামি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটি সৃজনশীল সংলাপের সৃষ্টি করে (মুহাম্মদ ইকবাল: ১৯৫৮)।

৫. গবেষণার অনালোকিত বিষয়

বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা সত্ত্বেও, আল্লামা ইকবালের দর্শন ও কাব্যের ভূমিকা বিশ্লেষণের কিছু গভীরতর ক্ষেত্র অনালোকিত রয়ে গেছে, যা এই গবেষণা প্রবন্ধ পূরণের চেষ্টা করবে:

ক. দার্শনিক নিষ্ক্রিয়তার রাজনৈতিক অভিঘাত: ইকবালের খুদী-র গতিশীলতা এবং ইবন আরাবি-র fanā'-এর স্থিতিশীলতার মধ্যেকার দার্শনিক বিরোধ (যা গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে) কীভাবে সরাসরি দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ধারণায় একটি কার্যকর ভিত্তি তৈরি করেছিল, তার সুস্পষ্ট কার্যকারণ মডেল এবং গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। এই দার্শনিক বিতর্ক কীভাবে নিষ্ক্রিয়তা থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে উত্তরণের মানচিত্রে রূপ নেয়, তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

খ. আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব ও মুসলিম গতিশীলতার সেতুবন্ধন: জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতার সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ইকবাল কীভাবে খুদী-কে এমন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক কেন্দ্রবিন্দু (Epistemological Focal Point) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধর্মীয় মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ন না করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারকে বৈধতা দেয়। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মডেলের বিশ্লেষণ সীমিত। খুদী-র বিকাশ কীভাবে আধুনিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তার প্রাতিষ্ঠানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় ঘাটতি রয়েছে।

গ. কাব্যিক কৌশল ও জনমত গঠন: শিকওয়া এবং জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর মাধ্যমে একটি সম্মিলিত মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো (Collective Psychological Framework) কীভাবে তৈরি হয়, যা অনুযোগের পর্যায় থেকে দায়িত্বের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটায় এবং রাজনৈতিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করে, তার গভীর সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপ্রতুল। কাব্যিক দ্বৈততার এই কৌশলটি কীভাবে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মের জন্য প্রস্তুত করেছিল, তা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৬. সাহিত্যতত্ত্ব/তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণা প্রবন্ধটি আল্লামা ইকবালের দার্শনিক ও কাব্যিক অবদান বিশ্লেষণ করার জন্য তিনটি আন্তঃসংযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর নির্ভর করবে: পুনর্গঠনবাদী তত্ত্ব, অহমের গতিশীল তত্ত্ব (খুদী), এবং রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব।

৬.১. পুনর্গঠনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ

পুনর্গঠনবাদী তত্ত্ব (Reconstructionist Theory) এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ইসলামী চিন্তাধারাকে যুগের চাহিদা ও আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সৃজনশীলভাবে পুনর্গঠন করা আবশ্যক। ইকবাল তাঁর *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* গ্রন্থে ইজতিহাদ-এর (স্বাধীন যুক্তি) ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে স্থবিরতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এই কাঠামোটি প্রমাণ করবে যে ইকবালের দর্শন কেবল অতীতের গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা ছিল না, বরং এটি ছিল আধুনিকতা ও ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক সংলাপ। এই তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে যে, ইকবাল কীভাবে মধ্যযুগীয় রহস্যবাদ এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদ–উভয়ের কঠোর সমালোচনা করে একটি নতুন, কর্ম-ভিত্তিক (Action-oriented) ইসলামী কাঠামো প্রস্তাব করেন।

৬.২. খুদীর গতিশীল তত্ত্ব

ইকবালের খুদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে অহমের গতিশীল তত্ত্ব (Dynamic Theory of Selfhood) এই গবেষণার দ্বিতীয় স্তম্ভ। এই তত্ত্ব খুদী-র ধারণাটিকে স্থিতিশীল আধ্যাত্মিকতা বা নিষ্ক্রিয় সুফিবাদ (যেমন fanā') থেকে আলাদা করে একটি ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল, নৈতিক ও বাস্তববাদী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে । ইকবালের মতে, খুদী-র লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, বরং তা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আল্লাহর খিলাফত অর্জনের জন্য অপরিহার্য শর্ত। এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, খুদী অর্জনকারী ব্যক্তি বা জাতি উপনিবেশিক শক্তি বা ভাগ্যবাদের কাছে মাথা নত করতে পারে না। এটি এমন একটি মানসিক কাঠামো তৈরি করে, যা মুসলমানদেরকে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে হারানো গতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে।

৬.৩. রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব

রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্বের কাঠামোটি ইকবালের তাওহিদ ধারণার রাজনৈতিক মাত্রা বিশ্লেষণ করে। এই তত্ত্বে তাওহিদ-কে কেবল ঈশ্বরের একত্বের ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে নয়, বরং মানব সংহতি ও বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। ইকবাল এই কাঠামোর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ একটি মূর্তিপূজা, যা মানুষের চূড়ান্ত আনুগত্যকে ঈশ্বরের পরিবর্তে একটি পার্থিব সত্তার (জাতি-রাষ্ট্র) দিকে চালিত করে। এই বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করবে কেন ইকবাল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং একটি বৈশ্বিক, আধ্যাত্মিক-রাজনৈতিক সম্প্রদায় (উম্মাহ) প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন, যা মুসলমানদের রাজনৈতিক পরিচয় এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা দেয়। এই তাত্ত্বিক কাঠামোটি দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তার প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক ভিত্তি স্থাপন করে।

৭. গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রবন্ধটি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি গুণগত (Qualitative) এবং ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণাত্মক (Historical-Analytical) পদ্ধতির উপর নির্ভর করবে। এই নকশাটি আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারার বিবর্তন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাঁর দর্শনের প্রয়োগ ও প্রভাবের গভীর বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

৭.১. গবেষণার প্রকৃতি ও নকশা

গবেষণার মূল নকশাটি ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণাত্মক। এর উদ্দেশ্য হলো ইকবালের দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং মুসলিম নবজাগরণের উপর তার ফলাফলগুলোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা। এই পদ্ধতিতে, ইকবালের সময়ের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হবে যাতে তাঁর দার্শনিক শিফট এবং কাব্যিক আহ্বানগুলোর যৌক্তিকতা বোঝা যায়। গুণগত পদ্ধতি হিসেবে, প্রবন্ধটি তার গভীরতা ও বিশ্লেষণাত্মক শক্তিতে মনোনিবেশ করবে, যা সংখ্যাগত তথ্য ছাড়াই জটিল দার্শনিক ধারণা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয়।

৭.২. তথ্য সংগ্রহের উৎস

তথ্য সংগ্রহ দুটি প্রধান উৎস থেকে করা হবে:

ক. প্রাথমিক উৎস: আল্লামা ইকবালের মূল গ্রন্থাবলীর অনুবাদ এবং কাব্য সংগ্রহের ইংরেজি অনুবাদ, যেমন *Asrar-e-Khudi*, তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা সংকলন *The Reconstruction of Religious*

Thought in Islam, এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন (শিকওয়া, জওয়াব-ই-শিকওয়া, তুলু-এ-ইসলাম)। এই কাজগুলো তাঁর দার্শনিক ধারণা এবং কাব্যিক উদ্দেশ্যের মূল প্রমাণ সরবরাহ করে।

খ. দ্বৈতীয়িক উৎস: আন্তর্জাতিক একাডেমিক জার্নাল, বিশেষজ্ঞ রচিত গ্রন্থ এবং উচ্চমানের গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ। এই উৎসগুলো ইকবালের দর্শন, খুদী, তাওহিদ এবং তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে সমসাময়িক পণ্ডিতদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে (যেমন এই গবেষণার জন্য সংগৃহীত ১০টিরও বেশি প্রবন্ধ)। এই মাধ্যমিক উৎসগুলো ইকবালের চিন্তার উপর ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রেক্ষাপট প্রদান করবে।

৭.৩. বিশ্লেষণের কৌশল

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ প্রধানত দুটি কৌশল অবলম্বন করবে:

ক. তুলনামূলক দার্শনিক বিশ্লেষণ (Comparative Philosophical Analysis): এই কৌশলটি ইকবালের প্রস্তাবিত গতিশীলতাকে নিষ্ক্রিয়তা (ইবন আরাবি) এবং বস্তুবাদিতা (পাশ্চাত্য) থেকে আলাদা করার জন্য ব্যবহার করা হবে । এই বিশ্লেষণ প্রমাণ করবে যে ইকবালের দর্শন কীভাবে ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে একটি মধ্যপন্থা তৈরি করে, যা আধুনিক যুগের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম।

খ. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis): ইকবালের কাব্যিক ভাষা, বিশেষত তাঁর রূপক এবং অলংকারিক কৌশলগুলো কীভাবে গভীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধারণাকে একীভূত করে জনমনে প্রভাব ফেলেছিল, তার যাচাই করা হবে। এই কৌশল শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর মতো রচনাগুলোর পাঠ বিশ্লেষণ করে দেখবে, কীভাবে একটি নির্দিষ্ট আখ্যানকে অভিযোগ থেকে দায়িত্ববোধে রূপান্তর করা হয়েছিল।

৮. তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে গবেষণা প্রবন্ধটির বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণাত্মক অংশটি তাত্ত্বিক কাঠামোর (পুনর্গঠনবাদ, খুদীর গতিশীল তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব) ভিত্তিতে গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করবে এবং পূর্বে চিহ্নিত অনালোকিত বিষয়গুলো নতুন মাত্রায় বিশ্লেষণ করে জ্ঞানের জগতে এই প্রবন্ধের মৌলিক অবদান নিশ্চিত করবে।

৮.১. খুদী-র মাধ্যমে নিষ্ক্রিয়তার মনস্তাত্ত্বিক গতি আনয়ন / মনস্তত্ত্ব তত্ত্বের অবলোপন

আল্লামা ইকবালের খুদী দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে মুসলিম সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত নিষ্ক্রিয়তা ও ভাগ্যবাদের মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে এর সরাসরি সংগ্রাম। উপনিবেশিক শাসনের অধীনে মুসলিমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর আধ্যাত্মিক দিক থেকে ইবন আরাবি-র ফনা-র মতো নিষ্ক্রিয় সুফিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, যা ভাগ্যকে চূড়ান্ত নিয়ন্তা হিসেবে মেনে নিয়ে জাগতিক কর্ম থেকে বিমুখ থাকার পক্ষে ছিল। ইকবাল যুক্তি দেন যে এই মানসিকতা কুরআনের মূল বার্তা–মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি–এর পরিপন্থী, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ, সৃজনশীলতা এবং পার্থিব দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানায়(মুহাম্মদ ইকবাল: ১৯৫৮)। অনালোকিত বিষয়ের বিশ্লেষণ (প্রথম গবেষণার শূন্যতা পূরণ): ইকবালের খুদী দর্শন কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ ছিল না, বরং এটি ছিল একটি কার্যকর রাজনৈতিক কৌশল (অ্যানেমারি শিমেল:১৯৬৩)। উপনিবেশিকতা যে মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব তৈরি করেছিল, খুদী সেই দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে। খুদী-র গতিশীল তত্ত্ব দাবি করে যে আত্ম-মর্যাদা পুনরুদ্ধার–যা তিনি মুসলমানদের মনে অভাব অনুভব করেছিলেন–রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। তিনি মুসলমানদেরকে

তাদের হারানো মর্যাদা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (self-determination) পুনরুদ্ধারের জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রদান করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আগে মানসিক মুক্তি অপরিহার্য–খুদী সেই মানসিক মুক্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি। এটি একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মপরিকল্পনার জন্ম দেয়, যা মুসলমানকে তাদের নিয়তির উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে উৎসাহিত করে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে নয়।

৮.২. তাওহিদের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মূর্তিপূজা ভাঙা

ইকবালের তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ–আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ–এর প্রতি একটি শক্তিশালী ইসলামী প্রতিক্রিয়া ছিল। পুনর্গঠনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ করে ইকবাল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে 'রাজনৈতিক মূর্তিপূজা' হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেখানে চূড়ান্ত আনুগত্য (যা কেবল আল্লাহর প্রাপ্য) একটি ভৌগোলিক সত্তার দিকে পরিচালিত হয়। তিনি সতর্ক করে দেন যে, উপনিবেশবাদীরা এই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

অনালোকিত বিষয়ের বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় গবেষণার শূন্যতা পূরণ): ইকবালের এই দার্শনিক অবস্থানই টু-নেশন থিওরি এবং একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণার অধিবিদ্যক ন্যায্যতা প্রদান করে (জায়ন:২০২১)। যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দাবি করেন যে জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে ঊর্ধ্বে, তখন ইকবাল স্পষ্ট করে দেন যে মুসলমানদের কাছে জাতীয়তাবাদকে একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করার দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাওহিদ-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় পরিচিতিকে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যা কেবল মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে না, বরং তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তাও দেয়। তাঁর এই রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব মুসলিম জাতিকে একটি বৃহত্তর, অতিক্রান্তীয় সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে নিজেদের দেখতে শেখায়।

৮.৩. জ্ঞান জগতে পুনর্গঠনবাদী অবদান এবং আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা

ইকবালের ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা তাঁকে পাশ্চাত্য বস্তুবাদ ও ভোগবাদের সমালোচক করে তোলে, কিন্তু একইসাথে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেন (ইয়াসির এবং উসমান:২০২৩)। তিনি জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতার সমালোচনা করেন, যা মুসলিমদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। তিনি গ্রিক যুক্তিবাদিতার প্রভাবের বিপরীতে একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের ডাক দেন, যা জ্ঞানার্জনের জন্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করে (Abdul Kader Jilani:2025)|

অনালোকিত বিষয়ের বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় গবেষণার শূন্যতা পূরণ): এই পুনর্গঠনবাদী প্রক্রিয়া খুদী-কে সৃজনশীলতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক জ্ঞানার্জনের বৈধতা দেয়। খুদী বিকাশের পথ হলো প্রকৃতি ও ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা। ইকবাল যুক্তি দেন যে, প্রকৃতিকে কেবল পর্যবেক্ষণ না করে, সক্রিয়ভাবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে রূপান্তর করার ক্ষমতাই খুদী-র প্রকাশ। এভাবে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপন করেন, যা ঔপনিবেশিক জ্ঞান-প্রযুক্তিগত ব্যবধান দূর করতে এবং মুসলিম গতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে অপরিহার্য ছিল। তাঁর দর্শন মুসলিমদেরকে শেখায় যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং খুদী-র চূড়ান্ত বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক।

৮.৪. কাব্যিক কৌশল: আবেগের বৈধতা থেকে দায়িত্বের প্রতিচ্ছবি

ইকবালের কাব্যিক কাজ, বিশেষত শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া, নিছক সাহিত্যকর্ম ছিল না; এটি ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের হাতিয়ার। এই দুটি কবিতা একটি সমাজের গভীরতম হতাশা ও ক্ষোভকে প্রকাশ করে (শিকওয়া), যা শ্রোতাকে সংযুক্ত করে। এরপর, জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর মাধ্যমে ইকবাল দ্রুত দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্প্রদায়ের নিজস্ব কর্মের দিকে স্থানান্তরিত করেন (আমির হাশমি:২০২৪)।

অনালোকিত বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয় গবেষণার শূন্যতা পূরণ): কাব্যিক দ্বৈততার এই কৌশলটি ছিল মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের একটি মডেল। প্রথমত, অভিযোগের মাধ্যমে শ্রোতার মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশার বৈধতা দেওয়া হয়; দ্বিতীয়ত, ঐশ্বরিক প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তাদের ভুলগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং নৈতিক বিচ্যুতির জন্য দায়ী করা হয়; এবং সবশেষে, পুনর্গঠন ও গতিশীলতার জন্য একটি পরিষ্কার কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই কৌশল প্রমাণ করে যে কাব্যিক মাধ্যম ছিল একটি শুষ্ক রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের চেয়েও বেশি কিছু–এটি ছিল আবেগ ও নৈতিকতার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য একটি শক্তিশালী সম্মিলিত মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরির প্রক্রিয়া।

৯. গবেষণার ফলাফল (Research Findings)

আল্লামা ইকবালের দর্শন ও কাব্যের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ মুসলিম নবজাগরণে তাঁর ভূমিকার নিম্নলিখিত চারটি প্রধান ফলাফলকে নিশ্চিত করে:

৯.১. প্রধান ফলাফল ১: ইকবালীয় দর্শন একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

গবেষণায় দেখা যায় যে আল্লামা ইকবালের খুদী দর্শন কেবল একটি আধ্যাত্মিক পথ নয়, বরং এটি একটি সক্রিয় অস্তিত্ববাদী আহ্বান (Active Existentialist Call)। এটি মুসলমানদেরকে জাগতিক কর্তব্য পালনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করে। খুদী তত্ত্ব নিষ্ক্রিয় ভাগ্যের ধারণাকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এই দর্শন মুসলিমদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে সৃষ্ট মানসিক দাসত্ব এবং দুর্বলতা থেকে মুক্তি দেয় এবং তাদের মধ্যে হারানো মর্যাদা ও গতিশীলতা পুনরুদ্ধারের প্রেরণা সৃষ্টি করে। ফলে, ইকবালের দর্শন নিছক তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে একটি কার্যকর রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়।

৯.২. প্রধান ফলাফল ২: তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ আত্ম-নির্ধারণের চেতনার উৎস

ইকবালের তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমদের জন্য একটি সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। এই ধারণাটি বস্তুবাদী, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বিশ্বজনীন মুসলিম ঐক্যকে সমর্থন করে । এই দর্শন কেবল মুসলমানদেরকে ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দেয়নি, বরং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের কাছে তাদের ধর্মীয় পরিচিতিকে বিলীন হতে দেওয়ার দাবিকেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল । এই গবেষণা নিশ্চিত করে যে, তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশে মৌলিক অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ।

৯.৩. প্রধান ফলাফল ৩: কাব্যিক প্রকাশ মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের একটি অনুঘটক

ইকবালের শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর কাব্যিক কৌশল একটি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। শিকওয়া-এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমদের হতাশাগুলোকে বৈধতা দেন, আর

জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর মাধ্যমে নৈতিক ব্যর্থতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেন। এই কাব্যিক প্রক্রিয়াটি হতাশা ও অনুযোগের পর্যায় থেকে আত্ম-প্রতিফলন এবং কর্মের প্রতিশ্রুতির পর্যায়ে উত্তরণ ঘটায়। এই ফলাফল প্রমাণ করে যে, ইকবাল রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য কেবল যুক্তির ওপর নির্ভর করেননি, বরং কাব্যিক আবেগ ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজের পুনর্গঠনবাদী আন্দোলনের জন্য একটি শক্তিশালী আবেগিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন।

৯.৪. প্রধান ফলাফল ৪: আধুনিক বিশ্বে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জ্ঞানীয় পুনর্গঠন

ইকবাল জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতা এবং গ্রিক দর্শনের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচক ছিলেন, যা মুসলিমদের বৌদ্ধিক আলস্য ও পশ্চাৎপদতার মূল কারণ ছিল। তাঁর পুনর্গঠনবাদী চিন্তাধারা মুসলমানদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অনুসন্ধানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত করে। গবেষণা নিশ্চিত করে যে, ইকবাল তাঁর খুদী দর্শনকে এমন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ন রেখে আধুনিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে একীভূত হয়। তাঁর দর্শন স্পষ্ট করে যে আধুনিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই খুদী বা আত্মমর্যাদার চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব এবং এটি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অত্যাবশ্যক।

১০. উপসংহার

আল্লামা মুহম্মদ ইকবালের দর্শন ও কাব্য মুসলিম নবজাগরণে কেবল একটি সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উপাদান ছিল না, বরং তা ছিল ঔপনিবেশিকতার মানসিক, রাজনৈতিক ও জ্ঞানীয় আঘাতের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত, বহুস্তরীয় প্রতিক্রিয়া। এই গবেষণা নিশ্চিত করে যে, ইকবালের মূল অবদান ছিল নিষ্ক্রিয় ভাগ্যবাদ ও জ্ঞানীয় রক্ষণশীলতার বিপরীতে একটি গতিশীল রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর 'খুদী' দর্শনের গতিশীল তত্ত্ব মুসলিম ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় বিলুপ্তির ধারণা থেকে বের করে এনে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জাগতিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায়। এই দর্শন মুসলিমদের মধ্যে আত্মমর্যাদার জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্ম-নির্ধারণের চেতনার মূল উৎস হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, তাওহিদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে, যা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তার প্রয়োজনীয়তার দার্শনিক ন্যায্যতা প্রদান করেছিল। তাঁর কাব্যিক কৌশল, বিশেষ করে শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া-এর মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈততা, হতাশ মুসলিম সমাজকে অনুযোগের পর্যায় থেকে নৈতিক দায়িত্ব ও সক্রিয় কর্মের পথে চালিত করে এক গভীর সামাজিক রূপান্তর সাধন করে।

ইকবালের এই পুনর্গঠনবাদী চিন্তা আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সৃজনশীল সংলাপ তৈরি করে। তিনি প্রমাণ করেন যে, আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইসলামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং খুদী বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাঁর দর্শন তাই কেবল তাঁর সময়ের সমস্যার সমাধান করেনি, বরং তা আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি কালজয়ী দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

১০.১. ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য দিকনির্দেশনা

ভবিষ্যৎ গবেষণায় ইকবালের পুনর্গঠনবাদী চিন্তা কীভাবে আজকের বিশ্বায়ন, চরম জাতীয়তাবাদ এবং ডিজিটাল যুগে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংহতি রক্ষা করতে পারে, তার উপর তুলনামূলক গবেষণা প্রয়োজন। বিশেষত, পাশ্চাত্য ভোগবাদ এবং চরম জাতীয়তাবাদের মোকাবিলায় খুদী-

র গতিশীল ধারণাটির প্রাসঙ্গিকতা এবং তার শিক্ষাগত প্রয়োগের মডেলগুলো গভীরভাবে অন্বেষণ করা যেতে পারে।

Authors' Declaration

We declare that the submitted manuscript is our original work and has not been published, nor is it under consideration for publication elsewhere. All sources have been appropriately cited, and the work is free from plagiarism, falsification, and fabrication. Any use of Artificial Intelligence (AI) tools in preparing this manuscript has been transparently disclosed, and full responsibility for the content rests with the authors.

তথ্যসূত্র

কে.জি. সাইয়্যিদাইন (১৯৭৭); ইকবালের শিক্ষামূলক দর্শন (লাহোর: শেখ মুহাম্মদ আশরাফ), পৃ. ৪৪-৪৬।

অ্যানেমারি শিমেল(১৯৬৩);গ্যাব্রিয়েলের ডানা: স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ধর্মীয় চিন্তার একটি অধ্যয়ন ,লাইডেন: ব্রিল, পৃ. ১২।

Abdul Kader Jilani (2025*): Allama Iqbal;Thoughts and Philosophy*.Academia Publishing House Limited,Dhaka.

আমির হাশমি (২০২৪); আল্লামা ইকবাল বিতর্ক: 'শিকওয়া' এবং 'জওয়াব-ই-শিকওয়া'-র গভীরতা উন্মোচন, ওয়ার্ডপ্রেস,

আজিজ আহমদ (১৯৬৪); স্টাডিজ ইন ইসলামিক কালচার ইন দ্য ইন্ডিয়ান এনভায়রনমেন্ট ,অক্সফোর্ড: ক্লেরেনডন প্রেস, পৃ. ২১০-২১৫।

ইয়াসির, মুহাম্মদ, আওরঙ্গ জায়ব এবং মুহাম্মদ উসমান (২০২৩); "ইকবালের ইউরোপীয় সফরের তার কাব্য ও চিন্তায় প্রভাব।" অ্যানালস অফ হিউম্যান অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস ৪, নং ৩: ২১-৩৫।

উইলিয়াম চিটিক (২০০৫); ইবন 'আরাবি: নবীদের উত্তরাধিকারী (অক্সফোর্ড: ওনওয়ার্ল্ড), পৃ. ৫৫-৬০।

মুস্তানসির মীর (২০০৬); ইকবাল (লাহোর: ইকবাল একাডেমি পাকিস্তান), পৃ. ৮৭-৯০।

মুহাম্মদ ইকবাল (১৯১৩); জওয়াব-ই-শিকওয়া ,লাহোর: রিফাহী প্রেস।

মুহাম্মদ ইকবাল (১৯২০); আসরার-ই-খুদি (সিক্রেটস অফ দ্য সেলফ), অনুবাদ: আর.এ. নিকলসন (লন্ডন: ম্যাকমিলান), পৃ. ১-৫।

মুহাম্মদ ইকবাল (১৯৫৮); দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম (লাহোর: শেখ মুহাম্মদ আশরাফ), পৃ. ৭-৮।

মুহাম্মদ ইকবাল(১৯৯০); বাং-এ-দারা (দ্য কল অফ দ্য মার্চিং বেল), অনুবাদ: এম.এ.কে. খলিল (লাহোর: ইকবাল একাডেমি পাকিস্তান), পৃ. ৫২।

মুহাম্মদ ইকবাল, শিকওয়া (১৯১১); লাহোর: রিফাহী প্রেস।

গনজালেজ, আন্তোনিও ডি ডিয়েগো(২০২৩);"ইবন 'আরাবি'র মেটাফিজিকাল অ্যানথ্রোপোলজির বিরুদ্ধে মুহম্মদ ইকবালের খুদী দর্শনের চ্যালেঞ্জ।" রিলিজিয়নস ১৪ (৫): ৬৮৩।

হাসান, নোমানুল (২০০১); ইকবালের খুদী ধারণা। লাহোর: ইকবাল একাডেমি পাকিস্তান।

জায়ন, মুফতি (২০২১); "জাতীয়তাবাদ, পুনর্জাগরণ, এবং প্যান-ইসলামিজম: আল্লামা ইকবালের কাব্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কল্পনার পরিবর্তন।" কনটেম্পরারি সাউথ এশিয়া।

ডিলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ(১৯৮২); মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া: এ সোশ্যাল অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি (লাহোর: শে. মুহাম্মদ আশরাফ পাবলিশার্স), পৃ. ১৪৫-১৫০।

বি.এ. দার (১৯৬৮); রুমি'স ইনফ্লুয়েন্স অন ইকবাল," ইকবাল রিভিউ ৯, নং ২, পৃ. ২৩-৩৫।